

জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুখপত্র মাসিক 'আত-তাহরীক'-এ প্রকাশিত কতিপয় ফৎওয়া

(১) আগস্ট ২০০০ প্রশ্ন (২৪/৩২৪) : বর্তমানে বাংলাদেশে একটি দলের নাম শুনা যাচ্ছে। যাদের দাবী সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম কায়েম হবে না এবং এজন্য তারা গোপনে বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং দিচ্ছে বলে শুনা যাচ্ছে। আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করি। আমরা কি ঐ দলে যোগ দিতে পারি?

উত্তর : সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম কায়েম হবে না কথাটি ঠিক নয়। কারণ ইসলাম কায়েমের মূল মাধ্যম হচ্ছে 'দাওয়াত'। যার দায়িত্ব সকল নবী পালন করেছেন। আমাদের নবী (ছাঃ) তাঁর জীবনের প্রথম ১৩ বৎসর মক্কায় শ্রেফ দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর মাদানী জীবনে তিনি সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি পান। যা কেবল অমুসলিমদের বিরুদ্ধে ছিল। যা ছিল প্রতিরক্ষামূলক কিংবা শাস্তিচুক্তি ভঙ্গ অথবা ইসলামী দাওয়াত প্রত্যাখান করার কারণে। কোন পাপী মুসলমান বা মুনাফিকের বিরুদ্ধে তাঁর কোন যুদ্ধ ছিল না। বরং মৌখিক কালেমার দাবীদারকে তিনি মুসলিম বলেই গণ্য করতেন।... অতএব 'বাংলাদেশে মৌখিক ও আন্তরিকভাবে কালেমা পাঠকারী জনগণ ও নেতাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। ... কোনরূপ জঙ্গী দলের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কোন স্তরের নেতা-কর্মীর যোগদান করা বৈধ হবে না' (দ্র: জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর ভূমিকা ১৬ পৃ.)।

(২) ফেব্রুয়ারী ২০১৩ প্রশ্ন (৪০/২০০) : সম্প্রতি 'যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা' নামে সশস্ত্র জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে বাজারে বই ছাড়া হয়েছে। সেখানে আপনাদের প্রকাশিত কিছু বই যেখানে মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের বিপক্ষে বক্তব্য রয়েছে, তার তীব্র সমালোচনা করে আপনাদেরকে এ যুগের শয়তান, ইহুদীদের এজেন্ট ইত্যাদি বলা হয়েছে। অমনিভাবে ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে জনৈক তরুণ মুফতীর গরম গরম বক্তৃতায় ও লেখনীতে উৎসাহিত হয়ে অনেক আহলেহাদীছ তরুণ ঐ দলে ভিড়ে যাচ্ছে। তারা বলছে আপনারা ছহীহ হাদীছ মানে ঠিক আছে, কিন্তু ইসলাম বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন না। অনেকে বলছে, আপনাদের আক্বীদা ভাল, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য আপনাদের কোন পদক্ষেপ নেই। এ বিষয়ে আপনাদের জবাব কি?

উত্তর : ভুয়া নাম-ঠিকানা সম্বলিত সুদৃশ্য মলাটে মোড়ানো ২২৪ পৃষ্ঠার উক্ত বইটি সম্প্রতি আমাদের কাছে এসেছে। পুরো বইটিতে যে প্রচণ্ড হিংসা ও বিদ্বেষের বিষ ছড়ানো হয়েছে, তাতে পরিচয়হীন এই লেখকের অসৎ উদ্দেশ্য পরিষ্কার। যদিও তার লেখনীর মধ্যেই তার দাবীর বিরুদ্ধে জওয়াব বিদ্যমান। যেমন তিনি সূরা তওবা ৫ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, ভূপৃষ্ঠের যেখানে মুশরিকদের পাও, তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর' হারাম শরীফ ব্যতীত' (পৃঃ ৯২)। অতঃপর তিনি হাদীছ পেশ করে বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি গোটা মানব সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই...। উক্ত হাদীছে 'উক্বাতীলা' (পরস্পরে যুদ্ধ করা) বলা হয়েছে, 'আক্বতুলা' (হত্যা করা) বলা হয়নি। 'যুদ্ধ' দু'পক্ষে হয়। কিন্তু 'হত্যা' এক পক্ষ থেকে হয়। যেটা বোমাবাজির মাধ্যমে কিতালপন্থীরা করতে চাচ্ছে। অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে যে, কাফির-মুশরিকরা যুদ্ধ করতে এলে তোমরাও যুদ্ধ করবে। কিংবা তাদের মধ্যকার যুদ্ধের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে। কিন্তু নিরস্ত্র, নিরপরাধ বা দুর্বলদের বিরুদ্ধে নয়। কাফির পেলেই তাকে হত্যা করবে সেটাও নয়। তাছাড়া উক্ত হাদীছে 'যারা কালেমার স্বীকৃতি দেবে, তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে ইসলামের হক ব্যতীত এবং তাদের বিচারের ভার আল্লাহর উপর রইল' বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট যে, আমাদের দায়িত্ব মানুষের বাহ্যিক আমল দেখা। কারু অন্তর ফেড়ে দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। অতএব সরকার যদি বাহ্যিকভাবে মুসলিম হয় এবং ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান না নেয়, তাহ'লে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের সুযোগ কোথায়? ...মূলতঃ জিহাদের নামে এই সকল অতি উৎসাহী মুফতীরা যেসব অর্থহীন হুম্বি-তম্বি করে থাকেন, তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এই শ্রেণীর বায়বীয় আবেগপ্রবণ ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে মুসলিম দেশগুলিতে জঙ্গীবাদ সৃষ্টি করছে আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী চক্র ও তাদের দোসররা।

জেনে রাখা উচিত যে, মানুষ হত্যা করা ইসলামের মিশন নয়। কোন নবী মানবহত্যার দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হননি। আল্লাহ প্রেরিত ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানবজাতিকে দুনিয়াবী কল্যাণের পথ দেখানো ও পারলৌকিক মুক্তির পথ প্রদর্শনই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। আর সে লক্ষ্য বাস্তবায়নেই তারা অত্যাচারী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন মূলতঃ আত্মরক্ষার জন্য এবং অন্যায়কে প্রতিরোধের জন্য। মুশরিকদের হত্যা করাই যদি আল্লাহর নির্দেশ হ'ত, তাহ'লে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কেন মদীনায় গিয়ে ইহুদীদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করলেন? কেন ইহুদী বালককে তাঁর বাড়ীতে গোলাম হিসাবে রাখলেন? এমনকি মৃত্যুকালেও খাদ্যের বিনিময়ে জনৈক ইহুদীর কাছে তাঁর বর্মটি বন্ধক ছিল। বস্তুতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ব্যতীত অন্য কারু প্রতি অস্ত্র ধারণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনাদর্শই বাস্তব প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। অতএব জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ না করেই যারা চটকদার কথা বলে জিহাদের নামে জঙ্গীবাদকে উসকে দিচ্ছে, তারা ইসলামের বন্ধু তো নয়ই, বরং ইসলামের শত্রু এবং খারেজী চরমপন্থীদের দলভুক্ত। যাদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বহু পূর্বেই মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে গিয়েছেন (বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/১০৬৩; মিশকাত হা/৫৮৯৪; মিশকাত (বঙ্গানুবাদ) হা/৫৬৪২)।

২য় প্রশ্নের জবাব এই যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেকই আমরা কোন মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ সমর্থন করি না (মুসলিম হা/১৮৫৪; মিশকাত হা/৩৬৭১; মিশকাত (বঙ্গানুবাদ) ৭/২৩৩ পৃঃ, বিস্তারিত দ্রঃ 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' বই)। ৩য় প্রশ্নের জবাব এই যে, নবীদের হেদায়াত অনুযায়ী মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনই আহলেহাদীছ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র ইসলামী আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য এ আন্দোলন সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর ইচ্ছা হ'লে এর মাধ্যমেই একদিন 'খেলাফাত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত' প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(২)

বড় কথা হ'ল অমুসলিম বা কপট মুসলিম সবাইকে যদি হত্যাই করে ফেলা হয়, তাহ'লে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে কোথায়? আমাদের রাসূল (ছাঃ) এসেছিলেন জগদ্বাসীর জন্য রহমত হিসাবে (আখিরা ১০৭)। তিনি মানুষ হত্যার মাধ্যমে দ্বীন কায়ম করেননি; বরং কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে মানুষের আকীদা ও আমল সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করেছেন (জুম'আ ২)। আর তাদের হাতে গড়া সেই সোনার মানুষগুলোর মাধ্যমেই ইসলামের চূড়ান্ত সামাজিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল। আমরাও সে লক্ষ্যে সাধ্যমত আন্দোলন পরিচালনা করে যাচ্ছি। জানা আবশ্যিক যে, কেবল 'রাফউল ইয়াদায়েন' করলেই তাকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয় না। বরং ছহীহ আকীদা ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমলের মাধ্যমেই প্রকৃত 'আহলেহাদীছ' হওয়া যায়। অতএব আহলেহাদীছ তরুণরা সাবধান! (দ্র: জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর ভূমিকা ১৭ পৃ.)।

(৩) মার্চ ২০১৫ প্রশ্ন (৩৪/২৩৪) : অমুসলিম দেশে অবস্থান কালে সেদেশের আইন মেনে চলা কি যরুরী?

উত্তর : মুসলিম হোক অমুসলিম হোক প্রতিষ্ঠিত কোন সরকারের বিধি-বিধান শরী'আত বিরোধী না হলে তা মেনে চলা সেদেশের নাগরিকদের জন্য আবশ্যিক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা তাদের (শাসকদের) হক আদায় কর এবং তোমাদের হক আল্লাহর কাছে চাও (বুখারী হা/৭০৫২; মিশকাত হা/৩৬৭২)। তবে ইসলাম বিরোধী হুকুম মানতে কোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য নয় (বুখারী হা/৭২৫৭; মিশকাত হা/৩৬৯৬, ৩৬৬৪)। বরং তা থেকে বিরত থাকতে হবে, তার প্রতিবাদ করতে হবে অথবা তাকে ঘৃণা করতে হবে (মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)। সেক্ষেত্রে বাধ্য করা হলে সেদেশ থেকে হিজরত করতে হবে। বাধ্যগত অবস্থায় সেখানে অবস্থান করতে হলে এবং তাকে শরী'আতবিরোধী কাজ করতে বাধ্য করা হ'লে সেক্ষেত্রে সে গুনাহগার হবে না (বাক্বারাহ ২/১৭৩)। (বিস্তারিত দ্রঃ 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই ৪২-৪৪ পৃঃ)। (দ্র: জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর ভূমিকা ২১-২২ পৃ.)।

(৪) মার্চ ২০১৪ প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : জিহাদ কি এবং কেন? কোন কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে জিহাদ 'ফরযে আইন' এবং 'ফরযে কিফায়াহ' সাব্যস্ত হয়? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : 'জিহাদ' অর্থ, 'সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালানো'। পারিভাষিক অর্থে, আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালানো। এর দ্বারা নিজেকে এবং অপরকে প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে দূরে রাখা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত রাখার সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টাকে বুঝানো হয়। ইবনু হাজার বলেন, নফস, শয়তান ও ফাসিকদের বিরুদ্ধে জিহাদও এর অন্তর্ভুক্ত (ইবনু হাজার, ফাঙ্কল বারী 'জিহাদ' অধ্যায়-এর ভূমিকা ৬/৫ পৃঃ)। কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। চাই সেটা হাত দিয়ে হোক বা যবান দিয়ে হোক বা মাল দিয়ে হোক কিংবা অন্তর দিয়ে হোক (ফাঙ্কল বারী হা/ ২৮২৫-এর ব্যাখ্যা, ৬/৪৫ পৃঃ)। তবে ঈমান, ছালাত ও ছিয়ামের ন্যায় সশস্ত্র 'জিহাদ' প্রত্যেক মুমিনের উপরে সর্বাঙ্গিক 'ফরয আয়েন' নয়। বরং আযান, জামা'আত, জানাযা ইত্যাদির ন্যায় 'ফরযে কিফায়াহ'। যা উম্মতের কেউ আদায় করলে অন্যদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। না করলে সবাই গোনাহগার হয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে জিহাদ ফরযে আয়েন হয়ে যায়। যেমন, (১) মুসলমানদের বাড়ীতে বা শহরে শত্রুবাহিনী উপস্থিত হ'লে (তওবাহ ৯/১২৩)। (২) শাসক যখন কাউকে যুদ্ধে বের হবার নির্দেশ দেন (মুত্তাফাকু 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮)। (৩) যুদ্ধের সারিতে উপস্থিত হ'লে (আনফাল ৮/১৫, ৪৫)। (৪) যখন কেউ বাধ্য হয় (তিরমিযী হা/১৪২১, মিশকাত হা/৩৫২৯)। বর্তমান যুগে মুসলিম দেশের সেনাবাহিনী সশস্ত্র যুদ্ধের দায়িত্ব পালন করবে। স্মর্তব্য যে, শত্রুশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার অধিকার হ'ল মুসলমানদের সর্বসম্মত আমীরের (নিসা ৪/৫৯)। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ব্যতীত কোন দল বা ব্যক্তি এককভাবে কারু বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা করতে পারে না (এবিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই)। (দ্র: জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর ভূমিকা ২০-২১ পৃ.)।

(৫) জুন ২০১৫ প্রশ্ন (১৪/৩৩৪) : জিহাদ ও ক্বিতালের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : ইসলামী পরিভাষায় 'জিহাদ' অর্থ- আল্লাহর পথে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালানো এবং 'ক্বিতাল' অর্থ- আল্লাহর পথে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা'। দু'টি শব্দ অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে ক্বিতাল শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থবোধক এবং জিহাদ ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থগত ব্যাপকতার কারণে কখনো পিতা-মাতার খেদমত করাকে অন্যতম জিহাদ বলা হয়েছে, কখনো কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকে জিহাদ বলা হয়েছে। অনুরূপ শাসকের নিকট হক কথা বলাকে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে (আনকাবুত ৬; বুখারী হা/৫৯৭২, ৬৪৯৪; তিরমিযী, হা/১৬৭১; মিশকাত হা/৩৭০৫)।

বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ সর্বাঙ্গিক ফরয। তবে সেটি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কখনো নিরস্ত্র হবে, কখনো সশস্ত্র হবে। নিরস্ত্র জিহাদ মূলতঃ প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াত ও হক-এর উপরে দৃঢ় থাকার মাধ্যমে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ক্বিতালের জন্য অনুকূল পরিবেশ, পর্যাপ্ত সামর্থ্য, বৈধ কর্তৃপক্ষ এবং আল্লাহর পথে নির্দেশ দানকারী আমীরের প্রয়োজন হবে। নইলে ছবর করতে হবে এবং সম্ভবপর আমার বিল মা'রুফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের মৌলিক দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

শান্তিপূর্ণ অবস্থায় কুরআন, হাদীছ, বিজ্ঞান, যুক্তি-প্রমাণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় ইসলামকে অন্যান্য দ্বীনের উপরে বিজয়ী করার সংগ্রামকে বলা হবে 'জিহাদ'। যাকে এযুগে 'চিন্তার যুদ্ধ' বলা হয়। এই জিহাদে দৃঢ় ও আপোষহীন থাকা এবং জান-মাল ব্যয় করা নিঃসন্দেহে জান্নাত লাভের উত্তম অসীলা হবে (দ্র: জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর ভূমিকা ২২-২৩ পৃ.)। এভাবে মাসিক আত-তাহরীকে বহু ফৎওয়া, প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় সমূহ পূর্ব থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে, আজও হচ্ছে। হে আল্লাহ! তুমি বাংলাদেশকে দেশী ও বিদেশী সকল প্রকার ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা কর- আমীন!

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), বিমানবন্দর রোড, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৭৬০৫২৫, ৮৬১৩৬৫, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

www.ahlehadethbd.org, www.at-tahreek.com. প্রকাশক : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৪৩৭ হি./১৪২৩ বাৎ/২০১৬ খৃ.।